জেলা প্রশাসক সম্মেলন - ২০১৭

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শাপলা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১০ শ্রাবণ ১৪২৪, ২৫ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সচিববৃন্দ,

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ,

উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা ও সুধিমন্ডলী,

আসাসালামু আলাইকুম।

জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সালাম।

আমি গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে শহীদ আমার মা, তিন ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের।।

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এ বছরও জেলা প্রশাসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

এ সম্মেলনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি মত বিনিময় হয়।

তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমস্যা এবং তা উত্তরণের পন্থা ও কৌশল নির্ধারণে এ সম্মেলন কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

আমাদের নির্দেশনাগুলো কতটা বাস্তবায়ন হল সেসব বিষয়েও অবগত হওয়া যায়।

জনগণকে সরকারের কর্মকান্ডের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

জেলার উন্নয়নে আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস শ্রম সামগ্রিকভাবে দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রিয় বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকবৃন্দ,

পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালিদের সঙ্গে বৈষম্য করা হতো। উচ্চপদে বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন অনেক কম। অথচ উৎপাদন ও রফতানি আয়ের সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তানে হতো।

এ বৈষম্য দূর করে অধিকার আদায়ে জাতির পিতা দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম-আন্দোলন করেছেন। জেল-জুলুম, অত্যাচার নিযার্তন সহ্য করেছেন। এমনকি তাঁকে ফাঁসিতে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলেও তিনি দমে যাননি।

তিনি জাতির স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কখনও আপস করেননি। তাঁরই সুমহান নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি হাজার বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্তি, অর্জন করেছি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল ধ্বংসস্তুপ। যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই স্বাধীন বাংলাদেশকে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে উন্নয়নের পথে নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশাসন ও অনুৎপাদনশীল খাতে ১৯৭৩-৭৫ সালে মোট ব্যয় করা হয়েছিল ১৬৬ কোটি টাকা। ১৯৭৩-৭৪ সালে উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা ৫৫ ভাগই অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে মেটানো হয়েছিল।

সেসময় জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল শতকরা ৭ ভাগ। তাঁর সরকার কেজিতে চালের দাম ১০ টাকা থেকে ৩ টাকায় নামিয়ে এনেছিল।

আমরা জাতির পিতার আদর্শের রাজনীতি করি। আমাদের লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন, মানুষের কল্যাণ সাধন।

আমরা যখনই সরকার গঠন করেছি দেশের উন্নয়ন করেছি। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংস্কার ও সুবিন্যস্ত করেছি। রাষ্ট্রের বিভাগ সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কাজ করেছি।

আমাদের সরকার জনগণের সরকার। আমরা মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি। দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে থাকবে, উন্নত জীবন পাবে সেজন্যই আমাদের সকল প্রচেষ্টা।

আমাদের সরকারের সাড়ে আট বছরের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি বলেই সারাবিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ অবস্থানে বাংলাদেশ।

গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৬০২ মার্কির ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.২৪ শতাংশ।

ধনী গরীবের বৈষম্য কমিয়েছি। দারিদ্র্যের হার ২০০৫-০৬ সালের ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২ শতাংশে নামিয়েছি। দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭১ বছর ৮ মাস।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য আমরা দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছি। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজটের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬১ হাজার কোটি টাকা।

গত ৮ বছরে বাজেটের পরিমাণ ৬ দশমিক ৫৬ গুণের বেশি বৃদ্ধি করেছি। বরাবরের মত এই বাজেটও আমরা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করব ইনশাআল্লাহ।

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। আমরা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি।

দেশের ৮০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। প্রায় ৬০ লক্ষ দরিদ্র অসহায় মানুষ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

খাদ্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। অকাল বন্যার বিপদ এড়াতে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে মজুদ করে রেখেছি। সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনবার্সনের ব্যবস্থাও আমরা করব।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিয়মিতভাবে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে সরকারি কর্মচারিদের পদোন্নতি প্রদান করছি।

আমরা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সর্বোচ্চ ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়েছি। বাংলা নববর্ষে উৎসব ভাতা চালু করেছি।

সরকারি চাকুরীজীবীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীদের ৬০ বছর করেছি।

সকল মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল নথি নম্বর ও ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট চালু করেছি। এই ইউনিটের মাধ্যমে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে সরকারি সেবা প্রদান সহজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি কাজের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

আপনাদের কেবল রুটিন কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, কাজে গতি ও নতুনত্ব এনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রিয় বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকবৃন্দ,

মানুষের জন্য প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য মানুষ নয়। আপনাদের মানুষের কাছে যেতে হবে, তাদের সাথে মিশে তাদের দাবী-সমস্যার কথা শুনতে হবে। উন্নয়নের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

মানুষের সাথে কথা বলে স্থানীয় সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পর্কে জানুন এবং সেগুলি কেন্দ্রকে জানান। আপনাদের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

জেলা পর্যায়ে অনেক সময় কর্মকর্তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এতে কাজের বিঘ্ন ঘটে। বিভেদ নয় বরং দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে একে অপরকে সম্মান দিয়ে কাজ করুন।

জেলা পর্যায়ে আপনারা সরকারের প্রতিনিধি। তাই জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করতে হবে। কোন গাফিলতি ও দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

আমি বিশ্বাস করি, সেবার মনোভাব নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকলে আপনাদের পক্ষে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব।

কেবল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগে সহকর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

প্রিয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,

আপনাদের বহুবিধ নিয়মিত কাজের কিছু বিষয়ে আমি বিশেষভাবে কর্মতৎপর হতে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি:

১. সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষ যাতে কোনভাবেই হয়রানি বা বঞ্চনার শিকার না হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে।

৩. গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। মানুষ যেন শহরমুখী না হয়। শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ যাতে না বাড়ে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে আপনাদের ব্রতী হতে হবে।

৫. ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য কমাতে উন্নয়ন কর্মসূচি এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

৬. জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আরও সতর্কতার সঙ্গে এবং কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৭. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, গ্রামের মুরুব্বি, নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী, নারী সংগঠক, আনসার-ভিডিপি, গ্রাম পুলিশ, এনজিও কর্মীসহ সমাজের সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮. প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯. সাধারণ মানুষকে সহজে সুবিচার প্রদান ও আদালতে মামলার জট কমাতে গ্রাম আদালতগুলোকে কার্যকর করতে হবে।

১০. জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে।

১১. শিক্ষার সর্বস্তরে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ভূমি রক্ষায় আরও সচেষ্ট হতে হবে।

১৩. কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার, বীজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ইত্যাদির সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাপনাকে জনপ্রিয় করতে উদ্যোগী হতে হবে।

১৪. ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ প্রতিরোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করে এসব অনৈতিক কর্মকান্ড কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

১৫. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজির সফল বাস্তবায়নে মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় প্রশমনে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধানের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. শিল্পাঞ্চলে শান্তি রক্ষা, পণ্য পরিবহন ও আমদানি-রপ্তানি নির্বিঘ্ন করা এবং পেশিশক্তি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও সন্ত্রাস নির্মূল করতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৮. ভোক্তা অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে এবং বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

১৯. নারী উন্নয়ন নীতি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

২০. শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইতিহাস চেতনা, জ্ঞানস্পৃহা ও বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তুলতে হবে।

২১. কঠোরভাবে মাদক ব্যবসা, মাদক চোরাচালান এবং এর অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

২২. ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে সরকারি ভূমি রক্ষায় সজাগ থাকবে হবে।

২৩. পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের পাশাপাশি এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দয্য ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করতে হবে। পর্যটনশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্পের বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

প্রিয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,

আপনারা জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এ সকল কমিটি আরও সক্রিয়, গতিশীল ও ফলপ্রসু করতে হবে যেন মানুষ সহজে আরও সেবা পায়।

আমরা চাই এদেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না। তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে সব জেলায় গৃহহীনদের তালিকা করুন। খাস জমির বিষয়ে খোঁজ নিন। আমাদের সরকার সবাইকে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দিবে।

সুধিমন্ডলী,

গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকলে দেশের মানুষ অগ্রগতির সুফল উপভোগ করতে পারে।

কাজেই আমাদের সবাইকে গণতন্ত্র ও উন্নয়নকে সুসংহত করতে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

স্বাধীনতা ও দেশবিরোধী অশুভ চক্র এই অগ্রযাত্রাকে যাতে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই রচিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রাথমিক ভিত্তি।

আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, স্বপ্নপূরণের এই মহান কর্মযজ্ঞে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের উৎসর্গ করি।

আমি এ সম্মেলনের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করে ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৭’ -এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...